প্রথম আলো

তারিখ ... 3 0 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিন্ডিকেট সভায় একাধিক শিক্ষক ও ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত হতে পারে আজ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৪তম সিন্ডিকেট সভা আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন কারণে শিক্ষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সভাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক মহল।

সিন্ডিকেট সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র নাম না প্রকাশ করার সূত্রে *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত একাধিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অভিযুক্ত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা ও ১৩ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানসহ নানা বিষয়ে আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রের মতে, আজ সকাল ১০টায় উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। মেধাক্রম লঙ্ঘন প্রতিরোধে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া প্রথম ৭ শতাংশ (১০০ জন ছাত্র থাকলে মেধা তালিকার প্রথম সাতজন) শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ, ভর্তি পরীক্ষায় যুগোপযোগী পরিবর্তন ও ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সংশোধনী আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলে ছাত্রদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সাবেক সদস্য অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমানকে বরখাস্ত, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা ও নম্বরপত্রে কাটাকাটি এবং নম্বর কমানো-বাড়ানোর অপরাধে মাংসবিজ্ঞান অনুষদের অ্যাকোয়াকালচার বিভাগের এক শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে বলে ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সভা। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের একটি অংশের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে। এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এখনে।

প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামছুদ্দিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়মিত কাজ। তবে বিভিন্ন কারণে আগামীকালের (শনিবার) সভাটি অন্য রকম গুরুত্ব বহন করবে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, যা ইতিমধ্যেই একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হয়েছে।'